

ক্রস বর্ডার টেরোরিজমের জন্য ক্রস বর্ডার বম্বিং আন্তর্জাতিক আইন সিদ্ধ হোক -বিপ্লব

ভারত, আমেরিকা, ইস্রায়েল আজ যার সম্মুখীন তার নাম ক্রস বর্ডার টেরোরিজম।

সন্ত্রাসবাদীদের ট্রেনিং সবক্ষেত্রেই দেওয়া হচ্ছে প্রতিবেশী দেশে। ভারতের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদিরা ট্রেনিং পাচ্ছে পাকিস্তান আর বাংলাদেশে। প্রো-ইসলামিস্ট সরকার এই ঘাঁটিগুলোকে পোষ্যপুত্র করে রেখে দিয়েছে। সেই জন্য আমি বলেছিলাম ভারতের উচিত এইসব টেরর ক্যাম্পে মিসাইল বা বিমান হানা চালানো। তাতে আমার বাংলাদেশী বন্ধুরা খুব রেগে গেছেন-কারণ উনারা এটাকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ওপর আক্রমণ হিসাবে দেখছেন। দেশপ্রেমিক হিসাবে সেভাবেই ব্যাপারটা দেখা উচিত। কিন্তু তাদের আশস্ত করতে আমি বলবো, ভারতেও যদি বাংলাদেশ বিরোধি সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি থাকে, বাংলাদেশের সরকারের পুরো অধিকার আছে, তার ওপর বিমান হানা চালানো।

অর্থাৎ চাইছি, ক্রস বর্ডার টেরোরিজম ঠেকাতে, ক্রস বর্ডার বম্বিং আন্তর্জাতিক আইনসিদ্ধ হোক।

ক্রস বর্ডার টেরোরিজম বর্তমান সভ্যতার একটা ক্যান্সার। বিদেশী সরকারগুলি আরাম করে টেরোরিস্ট পুষছে-আর সন্ত্রাসবাদিরাও জানে এটা তাদের সেফ হেভেন। কেন না তাদের উৎখাত করতে পারে একমাত্র অন্যদেশের সরকার-আর তা করতে গেলে সেই দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে আক্রমণ করতে হবে। সিভিলিয়ান ক্যাজুয়ালটি হবে। ফলে সন্ত্রাসবাদিদের পেছনে দাঁড়িয়ে যাবে সেই দেশের জনগণ। যেটা আমরা ইস্রায়েল-হেজবুল্লা সংঘর্ষে দেখছি। লেবাননের প্রায় সবাই এখন হেজবুল্লার সমর্থক।

প্রশ্ন উঠতে পারে শক্তিশালী দেশগুলির বিরুদ্ধে মিসাইল ছুঁড়বে কে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?

এই জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য পুরো ব্যাপারটা ইউ এন সিকিরিটি কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে করা যেতে পারে।

কিন্তু এই ক্রসবর্ডার বম্বিং এর জন্য আন্তর্জাতিক আইন থাকা দরকার। তাহলে যারা সীমান্তের ওপারে সন্ত্রাসে লিপ্ত, তারা এতো সহজে নির্ভয়ে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারবে না।

সন্ত্রাসবাদিদের আক্রমণে যখন শয়ে শয়ে লোক মারা যাচ্ছে তখন মানবিকতাবাদিরা কান্নাকাটি শুরু করেন-সন্ত্রাসবাদিদের বিরুদ্ধে ঘৃণার বন্যা বয়ে যায়। কিন্তু সন্ত্রাসবাদি নামক আগাছাটি পরিষ্কার করতে যে সব অমানবিক কাজকর্ম করার দরকার সেটা আমেরিকা বা ইস্রায়েল শুরু করলেই মানবিকতাবাদিরা হই হই করে তাদের বিরুদ্ধে মিছিল বার করেন। নিজেরা মানবিকতাবাদি প্রমাণ করতে হবে তো! অবশ্য উনারা আমেরিকা বা ইংল্যান্ডে থাকতেই পছন্দ করেন-কারণ উনারা জানেন এই দুটি দেশ অন্যদেশ বধের পাপকর্ম করে, তাদের ভূখণ্ডকে ইসলামিক বা কমিনিউস্ট হঠকারিদের থেকে অনেক দূরে রেখেছে। ইসলামিস্টদের ভয়ে নিজেদের দেশে থাকার ক্ষমতা তাদের নেই। উনারা এই পাপের ফলও খাবেন, আবার তার বিরুদ্ধে বলে মানবিকতাবাদি সাজবেন। গাছেরটাও খাবেন, তলারটাও কুড়াবেন। এইসব নির্লজ্জ দ্বিচারিতা কতদিন চলে দেখি।

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ইসলামিক বিশ্ব। বিশ্বের সর্বত্র নিরীহ মুসলিমদের ওপর রেশিয়াল প্রোফাইলিং চলছে কারণ সুদান বা লেবাননে এই ক্রসবর্ডার টেরোরিস্টদের বাড়তে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়ার মতন মডারেট মুসলিম দেশগুলি মৌলবাদীদের হাতে চলে যাচ্ছে কারণ এই সব ক্রস বর্ডার টেরোরিস্ট ক্যাম্প বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসীগোষ্ঠি। আশা করা যায়, এই ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

সিভিলিয়ান ক্যাজুলটি, কোল্যাটেরাল ড্যামেজ, দেশপ্রেম আসলেই সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে ঢাল হিসাবে কাজ করে। এগুলো বোঝার সময় এসেছে।